কতিপয় প্রয়োজনীয় দু'আ
ও
বিশেষ বিশেষ দু'আ

বিনামূল্যে বিতরণ

মে, ২০১৯ ইং

কতিপয় প্রয়োজনীয় দু'আ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ -

উচ্চারণ: আল্হাম্দুলিল্লাহ, ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল ﷺ এর উপর।

দু'আর শুরুতে আল্লাহ পাকের হাম্দ ও রাসূল ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করা উচিত:

ইমাম তিরমিযী উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন- দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলে থাকে। যতক্ষণ তোমরা নবী ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তা ঊর্ধ্বে গমন করে না।

হাদীস শরীফ হতে :

আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা (রা.) হতে বর্ণিত, এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমার জন্য ইসলামের শরীআতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন: সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিকিরের দ্বারা সিক্ত থাকে। *(তিরমিযী-হাসান)*

আল্লাহর কাছে আমাদের দু'আ করা উচিৎ অর্থ বুঝে এবং আন্তরিকতার সাথে।

(১) দুরূদে ইবরাহীম :

কয়েকজন সাহাবা নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? হুজুর ﷺ বললেন: তোমরা এরূপ বলবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও

সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাজিল কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাজিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। *(বুখারী)*

(২) সালাতে সালাম ফিরাবার আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: নামাযে সালাম ফিরাবার আগে সে যেন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চায়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্‌রি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জাল।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের মন্দ ফেতনা থেকে। *(মুসলিম, নাসাঈ)*

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর দু'আ:

১. সহীহ্ মুসলিমে হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন, তখন আল্লাহু আকবার একবার ও তিনবার 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' পড়তেন এবং তারপর বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি এবং তোমার কাছ থেকেই শান্তি উৎসারিত। তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও দাক্ষিণ্যের অধিকারী। *(মুসলিম)*

২. আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা: ২৫৫নং আয়াত) একবার পড়বে। *(বায়হাকী)*

৩. উকবা বিন আমের বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন প্রতি নামাযের পর একবার করে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার জন্য।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

৪. সুব্‌হানাল্লাহি ৩৩বার, আল্‌হামদু লিল্লাহ ৩৩বার ও আল্লাহু আকবার ৩৪বার পড়বে। *(মুসলিম)*

(৪) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন আন্‌উরাদ্দা ইলা আর্‌যালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া আযাবিল কাব্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাপুরুষতা হতে পানাহ চাচ্ছি, কৃপণতা হতে পানাহ চাচ্ছি, বার্ধক্যতাজনিত অকর্মন্যতায় পৌঁছা হতে পানাহ চাচ্ছি এবং দুনিয়ার ফেৎনা ও কবরের আযাব হতে পানাহ চাচ্ছি। *(বুখারী)*

(৫) সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম ﷺ বললেন: হে মুয়াজ! আমি তোমায় অসিয়ত করছি, প্রত্যেক নামাযের পর তুমি নিম্নোক্ত কালামসমূহ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবাদাতিক।
অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র, শুকর ও সুন্দর ইবাদতের ব্যাপারে তুমি আমায় সহায়তা কর।

(৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিম্নের দু'আটি পড়তে নির্দেশ দেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ،
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ
شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ
اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِىْ خَيْرًا -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী 'আজিলিহী ওয়া আজিলিহী মা 'আলিম্‌তু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররি কুল্লিহী 'আজিলিহী ওয়া আজিলিহী মা 'আলিম্‌তু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লাম। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিন্‌হু 'আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া 'আঊযুবিকা মিন শার্‌রি মাস্তা'আযাকা মিনহু 'আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কার্‌রাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমালিন। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা কার্‌রাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমালিন ওয়া আস্‌আলুকা আন তাজ্‌'আলা কুল্লা কাদ্বায়িন কাদ্বাইতাহু লী খাইরা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, নিকট এবং দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে–যা সন্নিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত– যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর আমি সেই অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে অকল্যাণ হতে তোমার নিকট পানাহ চেয়েছেন

তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও সৎ কাজের জন্য যা জান্নাতের নিকটে আমাকে নিয়ে যায়। আর প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সেই কথা ও কাজ হতে যা আমাকে তার নিকট নিয়ে যায়। আর আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই। *(ইবনে মাজাহ, আহমাদ)*

(৭) হাদীসঃ আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। যখন সে রুকু-সাজদাহ এবং তাশাহ্হুদ পড়ে দু'আ করতে শুরু করলেন তখন সে তার দু'আয় বললেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বি আন্না লাকাল হাম্দা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা, আল-মান্নানু, ইয়া বাদী'আস্সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু ইন্নী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, যেহেতু তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। তুমি অনুগ্রহশীল। হে আসমান ও জমীনকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী স্রষ্টা! হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক! হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় চাই। *(ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ সহীহ)*

তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন– তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দু'আ করলো? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন– যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম সে আল্লাহ তা'আলার ঐ মহান নাম দ্বারা দু'আ করেছে, যা দ্বারা দু'আ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

(৮) হেদায়েত কামনা করা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুক্বা ওয়াল্'আফাফা ওয়াল্গিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি হিদায়াত, তাক্বওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি। *(ইবনে মাজাহ, বুখারী ও মুসলিম)*

(৯) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত হতে ফারেগ হতেন তখন উক্ত দু'আ পড়তেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَهُ

النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু, ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির। লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।

অর্থ: একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সকল শক্তির অধিকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর কোন শক্তি এবং ক্ষমতা নেই এবং অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। প্রশংসনীয় গুণ তাঁর, পবিত্রতা তাঁর এবং প্রশংসার সমৃদ্ধতা তাঁর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, একনিষ্ঠ দ্বীন তাঁরই যদিও অবিশ্বাসীরা অপছন্দ করে। *(মুসলিম)*

(১০) নবী কারীম ﷺ যখন সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্ফাউ' যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সব বস্তুর উপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ, তা রোধ করার কেউ নেই আর তুমি যা রোধ করেছ, তা দান করার ক্ষমতা কারো নেই। আর তোমার আযাবের মুকাবিলায় ধনবানের ধন কোন উপকারে আসতে পারে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১১) ফজর ও মাগরিবের ফরয সালাতের পর দু'আ (১০বার) :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল 'হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই; তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নাই সমগ্র রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি সব বস্তুর উপর শক্তিশালী। *(বুখারী, মুসলিম)*

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই আর আমি তোমার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। *(আব দাউদ, ইবনে মাজাহ–সহীহ)*

(১২) রাসূলে কারীম ﷺ সালাতের পর এই দু'আ পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্যারতু ওয়ামা আস্‌রারতু ওয়ামা আ'লান্‌তু ওয়ামা আস্‌রাফ্‌তু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুয়াখ্‌খিরু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি উহার সমস্তই তুমি মাফ করে দাও, মাফ করো সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি ও প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করো আমার সীমালংঘন জনিত গুনাহ সমূহ এবং সেই সব গুনাহ যে গুনাহ সম্বন্ধে তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান, তুমিই যা চাও আগে কর এবং যা চাও পিছে কর। আর তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নাই। *(মুসলিম)*

(১৩) সকাল ও সন্ধার দু'আ :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ﷺ আমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি ফজর ও মাগরিবে পাঠ করব। তখন নবী ﷺ বললেন, বল:

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাত্বিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আ'উযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শাইত্বনি ওয়া শিরকিহ্‌।

অর্থ: হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব কিছুই জানেন, সমস্ত কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আমার নফসের খারাবী থেকে, শয়তানের ক্ষতি থেকে এবং শয়তান যে শিরকের প্ররোচনা দেয়, তার ক্ষতি থেকে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী–সহীহ)*

(১৪) উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ ফজর ও মাগরিবে নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইলমান নাফি'আন ওয়া 'আমালাম মুতাকাব্বালান ওয়া রিযকান ত্বইয়্যিবান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে অনুগ্রহ করে উপকারী 'ইলম দান কর এবং কবূলযোগ্য আমল করার তাওফীক দাও এবং পবিত্র রিযিক দান কর। *(ইবনে মাজা সহীহ)*

(১৫) ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ফজর ও মাগরিবে নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া ইয়া ওয়া আহ্লী ওয়া মালী। আল্লাহুম্মাস্তুর 'আওরাতী ওয়া আমিন রাও'আ-তী। আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়া আ'উযু বি'আযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী।

অর্থ: হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং সম্মান দাও আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোপন জিনিসকে (গুনাহ) ঢেকে রাখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও। হে আল্লাহ! আমাকে হিফাযত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম হতে এবং উপর হতে। তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরো চাচ্ছি যে, আমাকে ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর। *(আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজা-সহীহ)*

(১৬) আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় কামনা করা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَالتَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাদামি ওয়াত তারাদ্দী ওয়া মিনাল গারাকি ওয়াল হারাকি ওয়াল হারামি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আঁই ইয়াতাখাব্বাত্বানিয়াশ শাইত্বানু ইন্দাল মাউতি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আমূতা লাদীগা-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার মাথার উপরে কিছু ধ্বসে পড়ার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাই, অথবা পানিতে ডুবে অথবা আগুনে জ্বলে মৃত্যু বরণ করি এ থেকে এবং বার্ধক্য জনিত কষ্টের হাত হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে গোমরাহ না করে আর আশ্রয় চাচ্ছি আমি যেন দংশিত হয়ে না মরি। *(সহীহ-আবূ দাউদ, নাসায়ী)*

(১৭) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি সাম্‌'ঈ ওয়া শার্‌রি বাসারী ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিয়্যি।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট কান, চক্ষু, জিহ্বা, অন্তর ও লজ্জাস্থানের অপকারিতা থেকে মুক্তি চাচ্ছি। *(তিরমিযী, আবু দাউদ-হাসান)*

(১৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নিম্নের কথাগুলো জিহ্বায় খুব হালকা কিন্তু ওজনে অনেক ভারী।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ: সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম (১০০বার)। *(মুসলিম, আবূ দাউদ)*

অর্থ: আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে, মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

(১৯) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হে লোক সকল তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি নিজে দিনে শতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। *(মুসলিম)*

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাযী লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহ্‌।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, আলহাকীম, আলবানী–সহীহ)*

(২০) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

উচ্চারণ: ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি ছাব্বিত ক্বাল্‌বী 'আলা দ্বীনিক।

অর্থ: হে হৃদয় সমূহকে ঘুরিয়ে দেয়ার মালিক, আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(তাবারানী, তিরমিযী-হাসান)*

(২১) যে ব্যক্তি সকালে ৭বার এই আয়াতটি পাঠ করবে রাত্রি পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। আবার এই আয়াতটি রাত্রে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ: হাস্‌বিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্‌কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম (৭ বার)। *(ইবনে সুন্নী, আবূ দাউদ উত্তম সনদ)*

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।

(২২) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

উচ্চারণ: আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি, মা খালাক (৩বার)। *(তিরমিযী, আহমাদ, সহীহ মুসলিম)*

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি সমূহের খারাবী থেকে পানাহ চাই।

(২৩) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যূমু বিরাহমাতিকা আস্‌তাগীছু আছলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিল্‌নী ইলা নাফ্‌সী ত্বরফাতা 'আঈন। *(তিরমিযী, হাকেম সহীহ, আলবানী)*

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে রহমত চাই। তুমি আমার সবকিছু ঠিক করে দাও এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নফসের উপর ছেড়ে দিও না।

(২৪) যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার এই দু'আ পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে সর্বপ্রকার আকস্মিক বিপদাপদ হতে নিরাপদ রাখবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আস্‌মিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুওয়াস সামী'উল 'আলীম (৩বার)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ, ইবনে মাজাহ্)*

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যার নামে দুনিয়া ও আসমানের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সব জানেন এবং শুনেন।

(২৫) রাসূল ﷺ বলেছেন যে, এই কথাগুলি সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার মন দিয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا -

উচ্চারণ: রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলামি দিনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন ﷺ নাবিয়্যা।

অর্থঃ আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মোহাম্মাদ ﷺ -কে নবী হিসেবে লাভ করিয়া সন্তুষ্ট। *(নাসায়ী, ইবনে মাজা–হাসান)*

(২৬) শির্‌ক খফী (গোপনীয়) থেকে বাঁচার জন্য তিনবার এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَعْلَمُهٗ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আন উশ্‌রিকা বিকা শাইয়ান আ'লামুহু, ওয়া আস্‌তাগফিরুকা লিমা লা-আ'লামুহু। *(মুসনাদে আহমাদ)*

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমি জেনে বুঝে যে শির্‌ক করি তা থেকে আমি তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আর না জেনে যে শির্‌ক করি তা থেকেও মাফ চাই।

(২৭) সকাল থেকে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত তাসবিহ্‌ পাঠ করার সাওয়াব হাসিল হয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ -

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফ্‌সিহী ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ্‌ (৩ বার)। *(মুসলিম)*

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণী সমূহের সমান সংখ্যক।

(২৮) সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি এই ইস্তিগফারটি সকালে বিশ্বাসের সাথে পাঠ করবে তার যদি সেদিন মৃত্যু হয় তাহলে ইনশা-আল্লাহ সে জান্নাতী হবে। রাতে পড়লে রাতে মৃত্যু হলে ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতী করবেন। *(বুখারী)*

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্‌দুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ছনা'তু আবূয়ু লাকা বি নি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূয়ু বিযাম্বী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব পরওয়ারদিগার তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার গুনাহ্‌ খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্‌ সমূহের ক্ষমাকারী নাই।

(২৯) লাইলাতুল কদরের দু'আ: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওয়ুন তু'হিব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা কর। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৩০) আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা:

যায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ এই বলে দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا -

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজ্যি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখ্লি ওয়াল্ হারামি ওয়া 'আযা-বিল কাব্‌রি, আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্ওয়া-হা ওয়া যাক্কিহা-আনতা খাইরু মান যাক্কা-হা আন্তা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলা-হা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিন লা ইয়ানফা'উ ওয়া মিন ক্বালবিন লা-ইয়াখ্শা'উ ওয়া মিন নাফসিন লা-তাশবা'উ ওয়ামিন দা'ওয়াতিন লা ইউস্তাজাবু লাহা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে এবং কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার প্রবৃত্তিকে তোমার ভীতি দান কর এবং তার পরিচ্ছন্নতা দান কর, তুমি সবচেয়ে ভাল পরিচ্ছন্নতা বিধানকারী, তুমিই তার পৃষ্ঠপোষক ও স্বত্ত্বাধিকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে, যা কোন উপকার করে না, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয় না, এমন প্রবৃত্তি থেকে যার চাহিদা মেটেনা এবং এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না। *(সহীহ মুসলিম)*

(৩১) প্রাচুর্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা :

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিন না-র, ওয়া আযা-বিন না-র, ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাক্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টকারিতা থেকে। *(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)*

(৩২) খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلاَقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ -

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিম মুনকারা-তিল আখলা-কি ওয়াল আ'মা-লি ওয়াল আহ্ওয়া-য়ি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই খারাপ চরিত্র, খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে। *(সুনানে তিরমিযী)*

(৩৩) বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে এই দু'আ :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে এই দু'আ পড়বে, সে কখনো ঐ বিপদে পড়বে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا -

উচ্চারণ: আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নি মিম্মাব্তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দ্বলানী 'আলা-কাসীরিম মিম্মান খালাকা তাফ্দ্বীলা।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তোমার উপর আপতিত বিপদ থেকে আমায় নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর বহুতর সৃষ্টির উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। *(তিরমিযী-হাসান, ইবনে মাজাহ্)*

(৩৪) মজলিস হতে উঠার পূর্বে দু'আ:

রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে যখন তোমরা মজলিস ত্যাগ কর তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে– তাহলে মজলিসে দোষনীয় কথাবার্তার কাফফারা হয়ে যাবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান-সহীহ)*

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

উচ্চারণ: সুব্হা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থ: পাক ও পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! প্রশংসা ও গুণগান তোমারই জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার নিকট মার্জনা চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। *(সুনানে তিরমিযী–হাসান)*

(৩৫) ব্যথা-বেদনার দু'আ : বেদনার স্থানে নিজের ডান হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লা-হ্' বলে সাতবার এই দু'আ পড়বে।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَمَا اُحَاذِرُ -

উচ্চারণ: আ'উযু বি'ইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদ্রাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়ামা উ'হা-যিরু।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহ্‌র ইজ্জত ও কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা আমি অনুভব করছি এবং যাকে আমি ভয় পাচ্ছি। *(মুসলিম, মুয়াত্তা, তাবারানী)*

(৩৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে ফুঁক দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-কে ফুঁক দিতেন :

اُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ -

উচ্চারণ: উ'ঈযু কুমা বিকালিমা তিল্লা-হিত্ তাম্মাতি মিন্ কুল্লি শাইত্বনিঁও ওয়া হাম্মাতিঁও ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল লাম্মাহ্।

অর্থ: আমি তোমাদের জন্যে সমস্ত শয়তান ও সমস্ত বিষাক্ত বস্তু এবং সর্বপ্রকার কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করছি। *(সুনানে তিরমিযী)*

(৩৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বল- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ: লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌।

অর্থ: কারো শক্তি নাই (দুঃখ কষ্ট দূর করার ও বিপদ আপদে বাঁচাবার) এবং কারো ক্ষমতা নাই (সুখ সম্পদ প্রদানের) একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

* ইহা হচ্ছে জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার থেকে আনিত একটি বাক্য। *(বুখারী)*

(৩৮) আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন, যে প্রতিদিন ইহা একশত বার পাঠ করে তাহলে তার গুনাহ সমূহ উহা সমুদ্রের ফেনার রশির সমান হলেও মাফ করা হবে। *(বুখারী)*

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণ: সুব্‌'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ: আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করি তাঁর প্রশংসাসহ।

(৩৯) মুছিবত ও দুঃখের স্থলে দু'আ :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا-

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন, আল্লাহুম্মা'যুর্‌নী ফী মুছীবাতী ওয়াখ্‌লিফ লী খাইরাম মিনহা।

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিফল দিন এবং আর বিনিময়ে আমাকে আরও উত্তম প্রতিদান দিন। *(মুসলিম)*

(৪০) ইস্তেখারার দু'আ :

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের ইরাদা করবে, তখন দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করে এই দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি 'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্‌দিরুকা বিকুদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকাল 'আজীম ফাইন্নাকা তাক্‌দিরু ওয়ালা আক্‌দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লামুল গুইউব, আল্লাহুম্মা ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌র।

এখানে নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে ......

خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ

لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ
فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ
وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ -

উচ্চারণ: খাইরুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী আও 'আজিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহী ফাক্‌দুরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বারিক লী ফীহি ওয়া ইনকুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা শাররুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আকিবাতি আমরী আও 'আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাছ্‌রিফ্‌হু 'আন্নী ওয়াছ্‌রিফ্‌নী 'আনহু ওয়াক্‌দুর লিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদ্বিনী বিহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের বদৌলতে কল্যাণ চাচ্ছি এবং তোমার কুদরতের সাহায্যে শক্তি চাচ্ছি। আর তোমার কাছে তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; এ কারণে যে, তুমি শক্তিমান আর আমার কাছে শক্তি নেই, তুমি জ্ঞানবান আর আমার কাছে জ্ঞান নেই। আর তুমি সমস্ত গোপন রহস্য অবহিত। হে আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানমতে এ কাজটি দ্বীন ও দুনিয়া এবং পরিণতির দৃষ্টিতে অথবা ইহজীবন ও পরজীবনে আমার জন্যে উত্তম হয়, তাহলে সেটিকে আমার জন্যে স্থির করে দাও, আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার জন্য বরকতময় করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞান মতে কাজটি দ্বীন ও দুনিয়া এবং পরিণতির দৃষ্টিতে অথবা ইহজীবন ও পরজীবনে আমার জন্য মন্দ হয়, তাহলে সেটিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখ। আর আমার জন্যে যা কল্যাণ, তা স্থির করে দাও এবং তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট ও স্থিরচিত্ত করে দাও। *(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)*

(৪১) চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ
حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَائُكَ، اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهٖ
نَفْسَكَ، اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَأْثَرْتَ
بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ
صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আবদুকা, ওয়াব্‌নু 'আবদিকা, ওয়াব্‌নু আমাতিকা, নাছিয়াতী বিয়াদিকা মাদ্বিন ফিয়্যা হুক্‌মুকা, 'আদলুন ফিয়্যা কাদ্বাউকা, আসআলুকা বিকুল্লিস্‌মিন হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ্‌সাকা, আও আন্‌যাল্‌তাহু ফী কিতাবিকা, আও 'আল্লাম্‌তাহু আহাদাম মিন খালক্বিকা, আউয়িস্‌তা'ছার্‌তা বিহী ফী 'ইলমিল গাইবি 'ইনদাকা, আন

তাজ্‌'আলাল কুরআনাল 'আজীমা রাবী'আ ক্বালবী, ওয়া নূরা ছদ্‌রী, ওয়া জালাআ হুয্‌নী, ওয়া যাহাবা হাম্মী। *(আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমিই সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাহাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মাজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদুরণকারী।

(৪২) সফরের দু'আ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ، وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ -

তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তারপর এই দু'আ পড়তেন।]

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার (তিনবার) সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা ওয়াত্‌তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারদ্বা, আল্লাহুম্মা হাওউয়িন 'আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্‌উয়িআন্না বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আনতাছ ছাহিবু ফিস্‌ সাফারি, ওয়াল খালিফাতু ফিল আহ্‌লি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছায়িছ সাফারি, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি, ওয়া সূয়িল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্‌লি।

অর্থ: আল্লাহ মহান (৩বার), আল্লাহপাক পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য উহাকে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা উহাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং উহার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার-পরিজনের তুমি

(খলিফা) রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে।

আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, নিম্ন লিখিত দু'আটাও অতিরিক্ত পাঠ করতেন।

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -

উচ্চারণ: আয়িবূনা তায়িবূনা 'আবিদূনা লিরাব্বিনা 'হামিদূন।

অর্থ: আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভূর প্রশংসা করতে করতে।

(৪৩) গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ، وَمَا اَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ اَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাব্'ই ওয়া মা আজলাল্না, ওয়া রাব্বাল আরদ্বীনাস সাব্'ই ওয়া মা আক্লাল্না, ওয়া রাব্বাশ্শায়াত্বীনি ওয়া মা আদ্বলাল্না, ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়া মা জারাইনা, আস্আলুকা খাইরা হাযিহিল কার্ইয়াতি ওয়া খাইরা আহ্লিহা, ওয়া খাইরা মা ফীহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রিহা, ওয়া শাররি আহ্লিহা ওয়া শাররি মা ফীহা।

অর্থ: হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশের এবং উহার ছায়ার প্রভূ! সপ্ত জমীন এবং উহার বেষ্টিত স্থানের প্রভূ! শয়তানসমূহ এবং তাদের দ্বারা প্রথভ্রষ্টদের প্রভূ! প্রবল ঝড় হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভূ! আমি তোমার নিকট এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে কল্যাণ আর উহার মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই উহার অনিষ্ট হতে, উহার বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং উহার মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা হতে। *(নাসাঈ, হাকীম-হাসান)*

হে আল্লাহ্! যা তুমি পছন্দ কর এবং তুমি যাতে সন্তুষ্ট, আমাদেরকে তা করার তাওফীক দাও।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে হক্ব তথা সত্য বুঝার এবং সত্যকে অনুসরণ করার তাওফীক দাও এবং অসত্য তথা অন্যায় বুঝে তা বর্জন করার তাওফীক দাও।

বিশেষ বিশেষ দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ -

উচ্চারণ: আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালামু'আলা রাসূলিল্লাহ্।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ এর উপর।

পবিত্র কুরআন হতে :
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

*** সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করব।** *(সূরা বাকারা: ১৫২)*

*** তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে।** *(সূরা মুনাফিকূন: ৯)*

*** তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।** *(সূরা আল-আরাফ : ২০৫)*

*** তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দয়া সৎকর্ম-পরায়ণদের নিকটবর্তী।** *(সূরা আ'রাফ: ৫৬)*

(১) দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً - اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ، وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনিস্ ওয়াহ্‌শাতি ফী ক্বাব্‌রী। আল্লা-হুম্মার্ হাম্‌নী-বিল্‌কুরআ-নিল্ 'আজী-ম্। ওয়াজ্'আল্‌হু লী-ইমা-মাঁও ওয়া নূ-রাঁও ওয়া হুদাঁও ওয়া রাহ্‌মাহ্। আল্লা-হুম্মা যাক্কির্‌নী-মিন্‌হু মা-নাসীতু ওয়া 'আল্লিম্‌নী-মিন্‌হু মা জাহিল্‌তু ওয়ার্‌যুক্বনী-তিলাওয়াতাহূ আ-না- আল্লাইলি ওয়া আ-না-আন্নাহা-রি ওয়াজ্ 'আল্‌হু লী হুজ্জাতাঁই ইয়া-রাব্বাল্ 'আলামী-ন্।

অর্থ: হে আল্লাহ! এই কুরআনকে আমার কবরের একাকীত্ব জীবনে বন্ধু বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ! সম্মানিত কুরআনের বদৌলতে আমার প্রতি রহম কর। এই কুরআনকে আমার জন্য ইমাম, আলো, হিদায়েত ও রহমত বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ! কুরআন থেকে যা কিছু

ভুলে যাই, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও। যে সব বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে জ্ঞান দান কর। রাত-দিন প্রতি ঘণ্টায় কুরআন তিলাওয়াতের সময় করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! এই কুরআন মাজীদকে আমার জন্য হুজ্জাত (প্রমাণ স্বরূপ) বানিয়ে দাও।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে যে সব সূরা/ আয়াত পড়তেন/ পড়তে বলেছেন এবং কুরআনের কিছু কিছু অংশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন:

ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন পড়, (কেননা) কুরআন কিয়ামতের দিন তোমার পক্ষ সমর্থন করবে (তোমরা শাফায়াত করবে)। বিশেষ করে পড়, ফুল-সদৃশ দু'টি সূরা, বাকারা ও আলে-ইমরান। *(মুসলিম)*

খ) হাদীসে বিশেষ করে সূরা বাকারা পড়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে যে, যে বাড়ীতে সূরা বাকারা পড়া হয়, শয়তান সেই বাড়ীতে আসতে পারে না। *(মুসলিম)*

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত রাত্রে পড়তে বলেছেন। যে এই দুইটি আয়াত রাত্রে পড়বে, তার জন্য আয়াত দুইটি যথেষ্ট হবে। বর্ণনাকারী: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)। *(বুখারী, মুসলিম)*

ঘ) তাহাজ্জুদের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকাতেন এবং ৩নং সূরা আলে-ইমরানের ১৯০-২০০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। বর্ণনা করেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। *(বুখারী)*

ঙ) রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে ও সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস (১১২ নম্বর) সূরা ফালাক (১১৩ নং) এবং সূরা নাস (১১৪ নম্বর) তিনবার করে পড়তে বলেছেন। এই তিনটি সূরা সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হবে। বর্ণনা করেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা.)। *(তিরমিযী, আবু দাউদ)*

চ) সূরা ফাতিহা (সূরা নম্বর ১) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি কি তোমাদের কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শেখাব না? তখন তিনি সূরা ফাতিহা শেখালেন এবং (এই সূরাকে) উত্তম কুরআন তিলাওয়াত তাকে দেওয়া হয়েছে বলে বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকারী: আবূ সাঈদ আল-মুআল্লা (রা.)। *(বুখারী)*

ছ) একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন: "আনন্দিত হও, দু'টো আলো আপনার কাছে আনা হয়েছে, যা আপনার আগে কোন পয়গাম্বর-এর কাছে আনা হয়নি। (সেটা) সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার ২৮৫ এবং ২৮৬ আয়াত দুইটি। বর্ণনা করেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। *(মুসলিম)*

জ) হাদীসে জুমু'আর দিন (শুক্রবার) সূরা কাহাফ পড়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যে এই সূরাটি শুক্রবারে পড়বে, তার জন্য পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত আলোকিত হয়ে থাকবে। *(আল হাকীম কর্তৃক রেকর্ডকৃত)*

ঝ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে। *(মুসলিম)*

ঞ) হাদীসে সূরা মুল্ক পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ৩০আয়াতের এ সূরাটি (আল্লাহ তা'আলার কাছে) বান্দার গুনাহ মাফ না পাওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করবে। *(তিরমিযী, আল-হাকীম)*

(৩) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

উচ্চারণ : ওয়া লাক্বাদ ইয়াস্সার্নাল কুরআনা লিয্যিক্রি ফাহাল মিম্ মুদ্দাকির।

অর্থ : কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? *(সূরা কামার: ১৭)*

(৪) আয়াতুল কুরসী:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

উচ্চারণ: আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লাতা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহূ মা-ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ ইন্‌দাহু ইল্লা বিইয্‌নিহী ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খাল্‌ফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইল্‌মিহি ইল্লা বিমাশা-আ ওয়াসি'য়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ: আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে? যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। *(সূরা বাকারা: ২৫৫)*

হাদীস : যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ তার রক্ষক হবেন এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তাঁর নিকটবর্তী হতে পারবে না। *(বুখারী)*

অন্য হাদীসে এসেছে– যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন জিনিস জান্নাতে যেতে বাধা দেয় না।

(৫) সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত :

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

উচ্চারণ: হুওয়াল্লা হুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি হুওয়ার রাহ্‌মানুর রাহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আল্‌মালিকুল কুদ্দুসুচ্ছালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল 'আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, সুব্‌হানাল্লাহি 'আম্মা ইউশ্‌রিকূন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুছাওয়েরু লাহুল আসমাউল হুস্‌না ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি। ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হাকীম।

অর্থ: তিনি ঐ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; তিনি গোপন প্রকাশ্য (সবকিছুই) জানেন; তিনি দয়াময় অত্যন্ত দয়ালু। তিনি ঐ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি সমস্ত জগতের বাদশাহ; তিনি পবিত্র, শান্তিদাতা, বিপদ হরণকারী এবং তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত এবং সর্বোপরি মুশরেকদের অংশীদারবাদ হতে পবিত্র। সেই আল্লাহই সকলের সৃষ্টিকর্তা (সমস্ত বস্তুর), অস্তিত্ব দানকারী, (সকল বস্তুর) আকৃতি দানকারী। তাঁর জন্যই রয়েছে সকল ভাল নাম, সমগ্র আসমানে এবং যমীনে যা কিছু আছে সেই সবই তার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তিনি সবার উপর মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(৬) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

উচ্চারণ: আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাক্বনাকুম 'আবাসাঁউ ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা-তুরজা'ঊন। ফা তা'আলাল্লাহুল্‌ মালিকুল হাক্কু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম। ওয়া মাঁই ইয়াদ্'ঊ মা'আল্লাহি ইলা-হান আখারা লা-বুরহানা লাহু বিহী ফাইন্নামা হিসাবুহূ 'ইন্দা রাব্বিহী ইন্নাহু লা ইউফ্‌লিহুল কাফিরূন। ওয়া কুর্‌ রাব্বিগ্‌ফির ওয়ার্‌হাম ওয়া আন্তা খাইরুর্‌ রাহিমীন। *(সূরা মু'মিনূন: ১১৫-১১৮)*

অর্থ: তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত ডাকে অন্য ইলাহকে, ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নাই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না। বল, "হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর। দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

(৭) وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ○

উচ্চারণ: ওয়া ইযা ক্বারা'তাল কুরআনা জা'আল্না বাইনাকা ওয়া বাইনাল্লাজীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল আখিরাতি হিজাবাম মাস্তূরা।

অর্থ: যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। *(সূরা ইসরা: ৪৫)*

(৮) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

উচ্চারণ: ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাঁও ওয়া হুওয়া আর্হামুর রাহিমীন।

অর্থ: অতএব, আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। *(সূরা ইউসুফ: ৬৪)*

(৯) কুরআনের দু'আ :

(ক) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا -

উচ্চারণ: রাব্বির 'হাম্হুমা-কামা-রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা। *(১৭: ২৪)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।

(খ) رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন্'আম্তা আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছালিহান তার্দ্বাহু ওয়া আছ্লিহ্লী ফী জুর্রিইয়্যাতী ইন্নী তুব্তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন। *(৪৬: ১৫)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তাওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন এমন নেক আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; আর আমার সন্তানকেও সৎকর্মপরায়ন কর, আমি তোমারই অভিমূখী হলাম এবং আত্মসমর্পন করলাম।

(গ) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

উচ্চারণ: রাব্বি যিদ্নী 'ইল্মা। *(২০: ১১৪)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।

(ঘ) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বিগ্ফির ওয়ার্'হাম ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হিমীন। *(২৩: ১১৮)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(ঙ) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা- ফিদ্দুন্ইয়া-হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্নার। *(২: ২০১)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাদিগকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং আখেরাতের কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

(চ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا-

উচ্চারণ: রাব্বানা হাব্লানা মিন, আয্ওয়াজিনা ওয়া জুর্রিইয়্যাতিনা কুর্রাতা আ'ইউনিঁও ওয়াজ্'আল্না লিল্মুত্তাক্বীনা ইমামা। *(২৫:৭৪)*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি বংশধর দান কর যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(ছ) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ج

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

উচ্চারণ: রাব্বিজ 'আল্নী মুকীমাচ্ছালা-তি ওয়া মিন জুর্রিয়্যাতি, রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আয়ি, রাব্বানাগ্ ফির্লী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব। *(১৪: ৪০-৪১)*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর। হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব হবে সেই দিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করিও।

(জ) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বানা জালাম্না আন্ফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার্হাম্না লানাকূনান্না মিনাল খাসিরীন। *(৭: ২৩)*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।

(ঝ) رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল কাওমিয্যোয়ালিমীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় হতে আমায় রক্ষা কর। *(২৮: ২১)*

(ঞ) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বানাগ্ফির্ লানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আম্রিনা ওয়া সাব্বিত আক্দামানা ওয়ান্ সুর্না আলাল্ কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৭)*

(ট) اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ ○

উচ্চারণ: আন্নী মাস্সানিয়াদ্ দুর্রু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ: আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া: ৮৩)*

(ঠ) حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَكِیۡلُ ○

উচ্চারণ: হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। *(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)*

(ড) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ○

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

অর্থ: তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তুমি পবিত্র, মহান। আমি তো সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া: ৮৭)*

(ঢ) اَنِّیۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانۡتَصِرۡ ○

উচ্চারণ: আন্নী মাগলূবুন ফান্তাসির।

অর্থ: নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর। *(সূরা কামার: ১০)*

(ণ) رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُكۡمًا وَّاَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ○

উচ্চারণ: রাব্বি হাব্লী হুক্মাঁও ওয়া আল্হিক্নী বিস্সালিহীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে শামিল কর। *(সূরা শুআরা: ৮৩)*

(ত) رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً وَّهَیِّئۡ لَنَا مِنۡ اَمۡرِنَا رَشَدًا ○

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা মিঁল্লাদুন্কা রাহ্মাতাঁও ওয়া হাইয়্যি' লানা মিন আম্রিনা রাশাদা।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক; তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। *(সূরা কাহ্ফ: ১০)*

(থ) اَنۡتَ وَلِیُّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا وَاَنۡتَ خَیۡرُ الۡغٰفِرِیۡنَ ○

উচ্চারণ: আন্তা ওয়ালিইয়্যুনা ফাগ্ফির্লানা ওয়ার্ হাম্না ওয়া আন্তা খাইরুল গাফিরীন।

অর্থ: তুমিই তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। *(সূরা আ'রাফ: ১৫৫)*

(১০) কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় দু'আ :

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -

উচ্চারণ: সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাজী খালাকাহু, ওয়া শাক্কা সাম্'আহু ওয়া বাসারাহু বি হাওলিহি ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লাহু আহ্সানুল খালিক্বীন।

অর্থ: আমার মুখমণ্ডল তাঁরই সাজদাহ করছে যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দর রূপ দিয়েছেন এবং নিজ ক্ষমতায় শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি দান করেছেন। সমস্ত বারাকাত ঐ আল্লাহ্র যিনি সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকারী। *(আবূ দাউদ, মুসলিম)*

অথবা, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার্ রূহি।

অর্থ: আমি আমার রব্বের বেশি বেশি পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি খুবই পবিত্র, আর যিনি সমস্ত মালায়িকা এবং জিবরাঈলেরও রব্ব। *(মুসলিম)*

(১১) অসুস্থ হলে বিশেষ দু'আ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হলে "কুল আ'ঊযুবি রাব্বিল ফালাক্ব" এবং "কুল আ'ঊযুবি রাব্বিন নাস" পড়ে হাতে ফুঁ দিতেন এবং তার হাত দ্বারা শরীরের যতটুকু সম্ভব হতো মাসাহ করতেন (হাত বুলাতেন) মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে নীচের দিকে যতটুকু সম্ভব হতো তিনবার মাসাহ করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

(১২) খারাপ ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা :

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ এই বলে দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া সাইয়্যিইল আস্কা-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে (শ্বেতকুষ্ঠ, উম্মাদ রোগ, কুষ্ঠ) রোগ ও সমস্ত খারাপ ব্যাধি থেকে। *(আবূ দাউদ, আলবানী)*

(১৩) সুস্থ থাকার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফি বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী সাম্'ঈ, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল কুফ্রি ওয়াল ফাক্বরি, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্রি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমার জন্য আমার স্বাস্থ্য রক্ষা কর। ইয়া আল্লাহ! আমার জন্য আমার শ্রবণ শক্তি রক্ষা কর। ইয়া আল্লাহ! আমার জন্য আমার দৃষ্টি শক্তি রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ, আমি অবিশ্বাস এবং দরিদ্রতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই এবং কবরের শাস্তি হতে তোমার আশ্রয় চাই। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। [আরবীতে তিন বার বলুন] *(আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ হাসান)*

(১৪) রোগী দেখতে গিয়ে এই দু'আ পড়া :

لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ: লা-বা'সা ত্বাহূরুন ইন্শা-আল্লাহ্।

অর্থ: ভয় নাই! (আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে আরোগ্য লাভ করবে) এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন ইহা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। *(বুখারী)*

অথবা, اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

উচ্চারণ: আস্আলুল্লা-হাল 'আযীমা রাব্বাল 'আরশিল 'আযীমি আঁইয়্যাশ্ফিয়াকা। (৭বার)

অর্থ: আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশিল আযীম এর মহান প্রভু আল্লাহ্র নিকট দু'আ করছি। এর ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, আলবানী–সহীহ)*

(১৫) মুসলমান হয়ে মৃত্যুর জন্য দু'আ :

(ক) اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ: আন্তা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাঁও ওয়া আলহিক্বনী বিস্সালিহীন।

অর্থ: হে আমার প্রভূ! তুমি আমার দুনিয়া ও আখেরাতের অভিভাবক, তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও। আর আমাকে নেককারদের সঙ্গে শামিল কর। *(সূরা ইউসুফ-১০১)*

(খ) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْـرَارِ-

উচ্চারণ: রাব্বানা ফাগ্ফির্ লানা যুনূবানা ওয়া কাফ্ফির 'আন্না সাইয়্যিআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরার।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের ভুলত্রুটি দূর করে দাও, আর নেক লোকদের সাথেই আমাদেরকে মৃত্যু দান করিও। *(সূরা: আলে ইমরান-১৯৩)*

(১৬) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে যা করতে হয় :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মৃত্যুমুখে উপনীত ব্যক্তিগণকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়াও। *(মুসলিম)*

অন্যান্য হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

১৭) মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়ার সময় দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার্‌ফা' দারাজাতাহূ ফিলমাহ্‌দিয়্যীনা ওয়াখ্‌লুফ্‌হু ফী 'আক্বিবিহী ফিল্‌গা-বিরীনা ওয়াগ্‌ফিরলানা-ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। ওয়াফ্‌সাহ্‌ লাহূ ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওভির লাহূ ফী-হ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! (এই ব্যক্তিকে) মাগফিরাত দান কর। যারা হিদায়াত লাভ করেছে তাদের মধ্যে মর্যাদা বাড়িয়ে দাও এবং যারা রয়েগেছে তাদের মধ্য থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে বিশ্ব জাহানের মালিক! আমাদের ও তার গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা আলোয় ভরে দাও। *(মুসলিম)*

(১৮) জানাযার নামায পড়ার নিয়ম :

নিয়্যত: অন্তরে সংকল্প করে ইমামের সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে।

*** প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়বে।** *(বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ–সহীহ)*

ইমাম মালিক (রহ.) প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। *(মুয়াত্তা পৃষ্ঠা নং ৫৩৫–সহীহ)*

*** দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে:**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাজিল কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাজিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

*** তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দু'আ :**

পুনরায় আল্লাহু আকবার বলবে এবং মাইয়্যেত যদি বালেগ পুরুষ কিংবা মহিলা হয় তবে এই দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ۔ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্সানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না ফা আহ্ইহী, 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহূ 'আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা তাহ্রিম্না আজরাহূ ওয়ালা তাফ্তিন্না বা'দাহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ, নারী, সকলকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো; আর যাকে ওফাত দিবে তাকে ঈমানের উপর ওফাত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না। আর তার পরে আমাদেরকে ফেতনায় ফেলো না। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

** আর মাইয়্যেত যদি নাবালেগ ছেলে হয় তখন পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ سَلَفًا وَّ اَجْرًا۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ 'আল্হু লানা ফারাত্বাঁও ওয়া সালাফাঁও ওয়া আজ্রা।

অর্থ: হে আল্লাহ! এ নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওয়াসীলা বানিয়ে দাও। (বুখারী)

** আর যদি নাবালেগ মেয়ে হয় তখন পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ سَلَفًا وَّ اَجْرًا۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ 'আল্হা লানা ফারাত্বাঁও ওয়া সালাফাঁও ওয়া আজ্রা।

*** চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে :** দু'আ পড়ার পর চতুর্থ বার আল্লাহু আকবার বলে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

বি. দ্র. তাকবীরের পর উল্লেখিত দু'আ মুক্তাদিগণও পড়ে নেবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তির দাফন কার্য সম্পন্ন হবার পর কবরের পাশে দাড়িয়ে বলতেন: তোমরা তোমার ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো সে যেন তার প্রশ্নোত্তরে দৃঢ় থাকে, কেননা এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লাহূ, আল্লাহুম্মা সাব্বিতহু।

অর্থ: আল্লাহ তুমি তাকে মাফ কর এবং তার পা সুদৃঢ় রাখ। (আবূ দাউদ, আল-হাশিম, সহীহ আল-আলবানী)

(১৯) কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ: আস্‌সালামু 'আলাইকুম আহ্‌লাদ্‌দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহিকূনা, নাস্‌য়ালুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল 'আফিয়াহ্।

অর্থ: হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

(২০) স্বচ্ছলতা ও সুস্থতার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজায়াতি নিক্‌মাতিকা ওয়া জামীই' সাখাতিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার দেয়া নেয়ামত চলে যাওয়া ও সুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই তোমার পক্ষ থেকে আকস্মিক গজব আসা ও তোমার সকল অসন্তোষ থেকে। *(মুসলিম)*

(২১) ঝড় তুফান দমনের দু'আ :

(ক) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা-ফীহা- ওয়া খাইরা মা-উর্‌সিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা- ওয়া শাররি মা-ফীহা- ওয়া শাররি মা-উর্‌সিলাত বিহী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এর কল্যাণ, এতে যা ভালো রয়েছে তা এবং একে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার কল্যাণ এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এর মন্দ হতে, এতে যে মন্দ রয়েছে তা হতে এবং একে যে মন্দ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা হতে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-তাহ: আলবানী)*

(২২) বজ্রপাতের দুআ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ -

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লাজী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহাম্‌দিহী ওয়াল মালায়িকাতু মিন খীফাতিহ্।

অর্থ: পবিত্রতা ঘোষণা করি সেই সত্তার, যাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছে সকল ফেরেশতা এবং তারা ভয়ে তাঁর প্রশংসা করতে থাকে। *(মুয়াত্তা-সহীহ)*

(২৩) যখন বৃষ্টি হয় :

যখন বেশী বৃষ্টি হয়, তখন বলতে হয়-

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাইয়্যিবান নাফি'আ-। *(বুখারী)*

অর্থ: হে আল্লাহ! প্রচুর বর্ষণকারী, উপকারী ও কল্যাণকর বৃষ্টি দান কর।

(২৪) ঘর হতে বের হওয়ার সময় দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি ছাড়া কারুর কোন শক্তি ক্ষমতা নাই। *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

(২৫) ঘরে প্রবেশের সময় দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজ্‌না ওয়া 'আলা রাব্বিনা তাওয়াক্‌কালনা।

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করি (আবূ দাউদ)। পরে আসসালামু আলাইকুম বলতে হয়।

(২৬) কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় দু'আ :

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ -

উচ্চারণ: আস্‌তাওদি'উল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া আখিরা 'আমালিকা। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

অর্থ: তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার সর্বশেষ আমল আল্লাহ তা'আলার উপর অর্পন করছি।

(২৭) পরিবার-পরিজন রেখে বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ:

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ -

উচ্চারণ: আসতাওদি'উ কুমুল্লা হাল্লাজী লা তাদী'উ ওয়া দায়ি'উহ্।

অর্থ: আমি তোমাদের ঐ আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করলাম যার নিকট রেখে দেওয়া আমানত কখনও নষ্ট হয় না। *(ইবনে মাজা, আহমাদ)*

(২৮) কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ـ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস সালিহাত।

অর্থ: সেই আল্লাহ তা'আলার সকল প্রশংসা যার অনুগ্রহে সকল পুণ্যের কাজ সুসম্পন্ন হয়। *(ইবনে মাজাহ্)*

(২৯) কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে দু'আ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

উচ্চারণ: আল্‌হামদুলিল্লাহি 'আলা কুল্লি হাল।

অর্থ: প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা। *(ইবনে মাজাহ)*

(৩০) নব বর-বধুর জন্য দু'আ :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর। *(তিরমিযী-হাসান)*

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুক। আর তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুক।

(৩১) রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দু'আ :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল 'আজীম। আল্লাহুম্মাগফিরলী।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব। তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ মহান। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ছাড়া অন্য কেহ গুনাহ থেকে ফেরাতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া তাঁর হুকুম মানার ক্ষমতা নাই। তিনি মহান, তিনি সম্মানী। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী)*

(৩২) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আহ্সিন 'আক্বিবাতানা ফিল 'উমূরি কুল্লিহা ওয়া আ-জিরনা মিন খিযয়িদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজের পরিণতি শুভ কর, আমাদেরকে ইহজগতে লজ্জা ও অপমান এবং আখিরাতে আযাব হতে রক্ষা কর। *(আহমাদ–হাসান)*

(৩৩) নিজের বদনজর থেকে অন্যকে বাঁচানোর দু'আ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কেউ যদি কোন জিনিস দেখে আশ্চর্যবোধ করে, তবে সে যেন বলে :

مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۔

উচ্চারণ: মা-শা-য়াল্লাহু, লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, আল্লাহ্র ক্ষমতা ব্যতীত আর কোন ক্ষমতা নাই। *(ইবনুস সুন্নী)*

(৩৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চোখ দ্বারা কোন কিছুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করলে তখন তিনি নিম্নের দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ ۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক ফীহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! এর মধ্যে বারকাত নাযিল কর। *(ইবনুস সুন্নী, আহমাদ হাকীম)*

(৩৫) সন্তান লাভের দু'আ :

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ۔

উচ্চারণ: রাব্বি হাবলী মিনাস সলিহীন। *(সূরা সফফাত : ১০০)*

অর্থ: হে আমার রব! তুমি দয়া করে আমাকে সুসন্তান দান কর।

(৩৬) বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল 'আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আর্দি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারী-ম্।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহান, ধৈর্যশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহান আরশের রব্ব, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তিনি আকাশমণ্ডলীর রব্ব, পৃথিবীর রব্ব এবং আরশে কারীমের রব্ব। *(মুসলিম)*

(৩৭) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَ تَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ۔

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বি'ইলমিকাল গাইবি, ওয়া কুদ্‌রাতিকা 'আলাল খালকি, আহ্‌য়িনী মা আলিম্‌তাল হাইয়াতা খাইরান লী, ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা 'আলিম্‌তাল ওয়াফাতা খাইরান লী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাশ্‌ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি, ওয়া আস্‌আলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফিল গাদাবি ওয়ার্‌রিদ্বা, ওয়া আস্‌আলুকাল কাছ্‌দা ফিল ফাক্‌রি ওয়াল গিনা, ওয়া আসআলুকা নায়ীমাল লা ইয়ান্‌ফাদু, ওয়া আসআলুকা কুর্‌রাতা 'আইনিন লা তান্‌কাতি'উ, ওয়া আসআলুকার রিদ্বা বা'দাল কাদায়ি, ওয়া আসআলুকা বার্‌দাল 'আইশি বা'দাল মাউতি, ওয়া আসআলুকা লায্‌যাতান নায্‌রি ইলা ওয়াজহিকাল কারীম, ওয়াশ্‌শাওকা ইলা লিকায়িকা ফী গাইরি দার্‌রায়ি মুদির্‌রাতিন ওয়ালা ফিতনাতিন মুদিল্লাহ্‌। আল্লাহুম্মা যাইয়্যিন্না বি যীনাতিল ঈমান, ওয়াজ'আল্‌না হুদাতান মুহ্‌তাদীন। *(নাসাঈ, আহমাদ)*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েবী জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান হওয়ার দোহাই দিয়ে বলছি, "তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রেখ, যতদিন তুমি জান যে, উহা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং ঐ সময় আমার মৃত্যু দিও যখন তুমি জান যে, উহা আমার জন্য কল্যাণকর। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই তোমার প্রতি গোপন ও প্রকাশ্য ভয় এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় যেন হক কথা বলতে পারি সেই সৎ সাহস। হে আল্লাহ! স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার জন্য তোমার কাছে তাওফীক কামনা করছি। আর এমন নি'আমত দান কর যা কখনও নিঃশেষ হবে না। আরও চাই তোমার দেওয়া তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি। তোমার কাছে আরও চাই চোখ জুড়ানো নয়নাভিরাম বস্তু (স্বামী/স্ত্রী/সন্তান-সন্ততি) যা কখনও আমা হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ!

তোমার কাছে চাই তোমার প্রতি রাযী খুশি থাকার মন-মানসিকতা এবং মৃত্যুর পর উত্তম জীবন, আরও চাই (জান্নাত) তোমাকে দেখতে পাওয়ার চোখ জুড়ানো স্বাদ এবং তোমার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য, যেন ঐ সময় (মৃত্যুর সময়) কোন ফিৎনা বা গোমরাহীতে পতিত না হই। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে ঈমানকে সুশোভিত কর এবং নিজে যেন হিদায়াত প্রাপ্ত হই এবং অপরের জন্য হিদায়াতকারী হই।

(৩৮) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَتَوَفَّنِىْ اِلَيْكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُوْنٍ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরাতি ওয়া তারকাল মুনকারাতি, ওয়া হুব্বাল মাসাকীন ওয়া আন তাগফিরালী ওয়া তার্‌হামানী ওয়া ইযা আরাত্তা বি'ইবাদিকা ফিতনাহ। ফাতাওয়াফ্‌ফানী ইলাইকা মিনহা গাইরা মাফ্‌তূন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলূকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাঁই ইউহিব্বুকা ওয়া হুব্বা কুল্লি আমালিঁই ইউকাররিবুনী ইলা হুব্বিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ সম্পাদন, মন্দ কাজ পরিহার এবং গরীবদের ভালবাসার তাওফীক কামনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর। যখন তুমি কোন বান্দাকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা কর, তখন সে পরীক্ষায় লিপ্ত না করে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। হে আল্লাহ! আমি আরো কামনা করি তোমার ভালবাসা এবং সে ব্যক্তির ভালবাসা যে তোমাকে ভালবাসে, আর সে কাজের ভালবাসা যা আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে দিবে। *(তিরমিযী-সহীহ)*

(৩৯) যাকে তুমি গালি দিয়েছ, তার জন্য দু'আ :

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهٗ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফা আইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাব্‌তুহু ফাজ্‌'আল যা-লিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্‌।

অর্থ: হে আল্লাহ, যে কোন মু'মিনকে আমি গালি দিয়েছি এখন তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। *(বুখারী)*

(৪০) কেউ প্রশংসা করলে কি বলতে হবে :

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِىْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ، وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা-তুয়া-খিয্নী বিমা-ইয়াকূলূনা ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়া'লামূনা ওয়াজ 'আল্নী খাইরাম মিম্মা ইয়ায়ুন্নূন্।

অর্থ: হে আল্লাহ, তারা যা বলছে, তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না। আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। তাদের ধারণার চেয়েও আমাকে ভাল বানাও। *(বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৬১)*

(৪১) যখন কেউ কারো জন্য ভাল কাজ করে, তখন বলতে হয় :

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا -

উচ্চারণ: জাযাকাল্লাহু খাইরা-।

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

(৪২) বাজারে প্রবেশের দু'আ :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্ঈ-ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়্যুল লা-ইয়ামূতু-বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। *(তিরমিযী, হাকীম, ইবনে মাজাহ হাসান)*

(৪৩) জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহন করতাম, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং যখন নীচের দিকে নামতাম, তখন 'সুবহানাল্লাহ্' বলতাম। *(বুখারী)*

(৪৪) সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাঈলা ওয়া মীকায়িলা ওয়া ইসরাফীলা ফাত্বিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা

ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বি ইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মানতাশাউ ইলা সিরাত্বিম মুস্তাকীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভূ! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা করে থাকেন। আমার প্রার্থনা এই যে, যে সব ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে যা সঠিক আমাকে আপনি তারই জ্ঞান দান করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

(৪৫) পবিত্র জীবনের জন্য দু'আ :

رَبِّ اَعِنِّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ، وَانْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَیَّ، وَامْكُرْ لِیْ وَ لَا تَمْكُرْ عَلَیَّ، وَاهْدِنِیْ وَ یَسِّرِ الْهُدٰی لِیْ، وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَیَّ، رَبِّ اجْعَلْنِیْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، اِلَیْكَ اَوَّاهًا مُنِیْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِیْ، وَاَجِبْ دَعْوَتِیْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِیْ، وَسَدِّدْ لِسَانِیْ، وَاهْدِ قَلْبِیْ، وَاسْلُلْ سَخِیْمَةَ صَدْرِیْ ۔

উচ্চারণঃ রাব্বি আ'ইন্নী ওয়া লা তু'ইন্ আলাইয়্যা, ওয়ান্ ছুরনী ওয়া লা তানছুর্ আলাইয়্যা ওয়াম্‌কুরলী ওয়া লা তামকুর আলাইয়্যা, ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদা লী, ওয়ান্ ছুরনী 'আলা মান বাগা 'আলাইয়্যা, রাব্বিজ 'আলনী লাকা শাক্কারান, লাকা যাক্কারান, লাকা রাহ্‌হাবান, লাকা মিত্‌ওয়া'আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আউওয়াহান মুনীবান, রাব্বি তাকাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগ্‌সিল হাওবাতী, ওয়া আজিব দা'ওয়াতী, ওয়া ছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়া সাদ্দিদ লিসানী, ওয়াহ্‌দী কাল্‌বী, ওয়াস্‌লুল্ সাখীমাতা ছাদ্‌রী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে সহযোগিতা কর এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সহযোগিতা করো না, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমার জন্য পরিকল্পনা এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা এঁটো না। আমাকে হেদায়াত দান কর, আমার জন্য হিদায়াতের পথ সহজ সাধ্য কর এবং যে লোক আমার উপর যুলূম ও সীমালজ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা কর। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা কর, তোমার জন্য অধিক যিক্‌রকারী, তোমাকে বেশী ভয়কারী, তোমার অনেক আনুগত্যকারী, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী কর। হে আমার রব্ব! আমার তাওবাহ কবুল কর, আমার সকল গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেল, আমার দু'আ কবুল কর, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহাল কর, আমার যবানকে দৃঢ় কর, আমার অন্তরে হিদায়াত দান কর এবং আমার অন্তর থেকে সমস্ত হিংসা দূর কর"। *(সহীহ ইবনে মাজাহ)*